এম এ খালেক মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত, সর্ব মহলের অভিনন্দন

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক
মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২২ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেককে শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে ভূষিত করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেষ রঞ্জন রায় স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানান।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ভূপেষ রঞ্জন রায় বলেন, মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রাথমি ক শিক্ষা পদক-
২০২২ এ ভুষিত হয়েছেন ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

তিনি আরো জানান, আগামী ১৬ অক্টোবর খুলনা
বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাই প্রতিযোগিতাতেও অংশ গ্রহনের জন্য বিভাগী য় কমিশনার এর কার্যালয় (খুলনা) উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন তিনি।

এদিকে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন মহল তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে সদর আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন

আসন্ন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণ বিধি লঙ্ঘনসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছে ঝিনাইদহ সদর থানা আওয়ামী লীগ।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আওয়ামী মনোনীত চশমা প্রতিকের প্রার্থী কনক কান্তি দাসের পক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ঝিনাইদহ সদর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম হীরন স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম হারুন অর রশীদ ভোটারদের টাকা দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন মোবাইল ফোনে বিকাশ নগদ এর মাধ্যমে ভোটারদের এসব টাকা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া টাকা দিয়ে পবিত্র কোরআন শরিফ ছুয়ে শপথ করানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। টাকা দেওয়ার বেশ কিছু প্রমানসহ নির্বাচন কমিশনকে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর পরিচালিত এনজিও সৃজনী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগ আছে। এজন্য সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভোটের সময় এনজিও বন্ধ রাখাসহ নির্বাচনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জোর দাবি জানান। এছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সাংবাদিকসহ সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য জে এম রশিদুল আলম, ঝিনাইদহ পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি তোবারক হোসেন টোনা জোয়ার্দ্দার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, আগামী ১৭ অক্টোবর ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের কথা রয়েছে। নির্বাচনে ২ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও

সংরক্ষি নারী আসনসহ ৩৫জন সদস্য প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম রসুলের মতবিনিময়

১৭ অক্টোবর মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় জেলা পরিষদ ডাকবাংলো সূর্যদয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় কালে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল বলেন, তৃণমূল থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার নির্বাচন হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন করা হবে। জেলার তিন উপজেলায় তিনটি কেন্দ্ৰ স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ফলে ভোট কারচুপি করার কোন সুযোগ নেই। এবং ভোটারদের ভয় পাওয়া বা সংকোচ প্রকাশের কনো কারণ নেই।

এসয়য় তিনি আরো বলেন, অন্যান্য ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনয়ন দিয়ে নৌকা প্রতীক দিয়েছেন । কিন্তু জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দিলেও নৌকা প্রতীক দেয়নি। ফলে সকলেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারছেন।

আমি দলীয় শৃংখলার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছি। এবারের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরেপেক্ষ হবে এমন প্রত্যাশা রেখে ভোটারদের অভয় দেয়ার জন্য কাউন্সিল করার আহবান জানান নির্বাচন কমিশনের প্রতি। নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হলে তার বিজয় নিশ্চিত বলেও আশা প্রকাশ

করেন তিনি।

মতবিনিময় সভায় মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসী ওমর ফারুক প্রিন্স,সাধারণ সম্পাদক শেখ শফি,সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান,অর্থ সম্পাদক উজ্বলসহ সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সালামের মতবিনিময়

আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে গাংনী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম। বুধবার বিকেলে গাংনী প্রেসক্লাবে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময়কালে মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহনকারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম জানান, জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এবার নির্বাচন হবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন করা হবে। জেলার তিন উপজেলায় তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ফলে ভোট কারচুপি করার কোন সুযোগ নেই। সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রয়েছে।

ছাত্রজীবন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাজনীতির সাথে আমার সম্পৃক্ততা রয়েছে। আমার রাজনীতির সম্পৃক্তকা ও সাংগঠনিক তৎপরতা বিবেচনা করে মেহেরপুর থেকে আটজন মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মনোনীত করেছেন।

মেহেরপুরের সকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা আমার সাথে একযোগে কাজ করছেন। আমরা প্রতিটি ভোটারের দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। আমি নির্বাচিত হলে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হবে। মেহেরপুর জেলাকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগীতা কামনা করে

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নকে ধরে রাখতে এবং মেহেরপুর জেলাকে একটি উন্নয়নশীল প্রযুক্তি নির্ভর জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার কোন বিকল্প নেই। আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুর জেলা প্ররিষদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় শূভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন।

মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইলেন তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের চলমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর আনারস প্রতীকে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের নেতারা।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি

আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর পক্ষে আনারস প্রতীকে ভোট চান। এসময় লিফলেট বিতরনসহ ভোট প্রার্থনা করেন তাঁরা।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সংসদ নির্বাচনের মতো কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করুন। তাহলে জেলা পরিষদ এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। ’

সুযোগ পেলে মেহেরপুরকে বেকারমুক্ত করে গড়ে তুলবো — জয়নাল আবেদীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগরখ্যাত মেহেরপুর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথের মধ্যে দিয়ে যার নামকরণ করা হয় বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। সেকারনে মেহেরপুর জেলার রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পর এই জেলায় প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে ফরহাদ হোসেন জেলার উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছেন, জেলার রাজনীতি ও আগামী নির্বাচনের মনোনয়নসহ নানা বিষয়ে আমরা কথা বলেছি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীনের সাথে। সাক্ষাতকার নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম, কেমন আছেন?
জয়নাল আবেদীন : ভাল আছি। মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে জড়িত সম্পাদক,

কলাকুশলীসহ সবাইকে শুভেচ্ছা। সেই সাথে এই পত্রিকার পাঠক ও জেলাবাসিকে সালাম, শুভেচ্ছা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: কবে থেকে রাজনীতিতে এসেছেন?
জয়নাল আবেদীন : ১৯৬৯ সালে আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দেবো এমন একটি সময়ে আমার রাজনীতিতে অভিষেক হয়েছিল।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনাকে রাজনীতিতে আনার পেছনে কাদের অবদান ছিল?
জয়নাল আবেদীন : ইসমাইল হোসেন, আকম ইদ্রিস আলী, একে আশকারী পটল, সাহাবাজ উদ্দীন লিজ্জু ও তাদের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাদি, নোমান ও পিয়াস নামের তিন ছাত্র বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রলীগের ১১ দফা এলাকার মানুষের মাঝে প্রচার করতে এসেছিলেন। তখন দেশে গণঅভ্যূথান চলছে। বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে। তাদের সাথে সকাল বিকাল গ্রামের মধ্যে অন্যান্য মানুষের মত আমিও শুনতে শুনতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাকে বঙ্গবন্ধুর দল করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে মনের অজান্তেই ভালবেসে সংগঠন করার জন্য প্রস্তুত হই। পরে তখনকার এমএনএ সহি উদ্দীনের হাত ধরেই আওয়ামী লীগে আসা।
মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের পরাজয় হওয়া প্রসঙ্গে যদি বলতেন।
জয়নাল আবেদীন : মুজিবনগরই শুধু নয়, গাংনীতেও ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন। গোটা জেলাতেই যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন তাদের ব্যাক্তিগত ইমেজের কারণেই জিতেছেন। তারপরেও আমরা চেষ্টা করেছি নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করতে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: তাহলে কি মনে হয়না আপনারা জনপ্রিয় নেতাদের মনোনয়ন দিতে ব্যার্থ হয়েছেন?
জয়নাল আবেদীন : এই প্রশ্নটা করা যাবেনা। কারণ এটা আপা (আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা) দিয়েছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি তিনি। আপা যেটা ভাল মনে করেছেন সেটাই দিয়েছেন। উনি যাকে মনোনয়ন দিয়েছেন আমরা তার সাথে কাজ করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিপর্যয় কাটোনোর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন: আমাদের পরিকল্পনা হলো, তৃণমূলের নেতা কর্মীদের আমরা বারবার বলছি, আপনারা নেত্রী ও দলের সাথে থাকুন। আগামী ৫ বছর

পর স্থানীয় নির্বাচনে যারা মনোয়ন চাবে তাদের মধ্যে থেকে বেটার ক্যান্ডিডেট নেত্রির কাছে সুপারিশ পাঠাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলায় আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোনো হতাশা বিরাজ করছে কি?
জয়নাল আবেদীন: হতাশা বিরাজ করছে নিজ নিজ যায়গা থেকে। নেতা কর্মীদের হতাশা থাকার কথা না। কেননা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিন ট্রাম দেশ চালাচ্ছেন। সব জেলাতেই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে পাঠিয়ে পৌর, উপজেলা বা জেলা কাউন্সিল করছেন। কাউন্সিলে বিধি মোতাবেক কমিটি তৈরী হচ্ছে। কমিটি তৈরীর ক্ষেত্রে অনেকেই উত্তীর্ণ হচ্ছেন, অনেকেই হতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে কেউ নিজে নিজে হতাশ হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা জানেন কাকে সভাপতি ও সেক্রেটারী করলে দলটাকে ভাল চালানো যাবে। তবে কমিটি গঠনের সময় এমপি ও মন্ত্রীদের অ্যাভোয়েট করা গেলে ভাল হতো। স্থানীয় নেতা কর্মীর মাঝ থেকে কাউকে সভাপতি সেক্রেটারী ক রলে দলের জন্য ভাল হতে পারতো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: প্রার্থীদের পরাজয়ে নেতাদের কোন্দল কতটুকু দায়ী?
জয়নাল আবেদীন: এখানে নেতা কর্মীরা কোনো ভাবেই দায়ী নন। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের ব্যক্তি ইমেজেই বিজয়ী হয়েছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইউপি নির্বাচনে যাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের মনোনয়ন দিতে না পারার কারনে কি এই পরাজয়?
জয়নাল আবেদীন : এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, যাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের আমরা সঠিক ভাবে বাছাই করে মনোনয়ন দিতে পারিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল ক্ষমতায়, কিন্তু নেতা-কর্মীরা এখানে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নন। আপনী কি মনে করেন? জয়নাল আবেদীন : আমার বক্তব্য হচ্ছে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া না হওয়া নির্ভর করছে জেলার নেতৃবৃন্দের উপর। যারা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাবৃন্দ দায়ীত্ব পালন করছেন। তারা নেতা কর্মীদের ডাকবেন এবং উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। আগামী এক বছর পর জাতীয় নির্বাচন। দলের মধ্যে কোনো বিভাজন থাক সেটা আমি বা কারোর চাওয়া উচিৎ নয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা প্রশাসনের কোনো কর্মসূচীতে কোনো জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতিককে দেখা যায়না। আপনী কি মনে করেন? জয়নাল আবেদীন: এটা আমার বলার কিছু নেই। এখানে মন্ত্রী বা এমপি

উনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিও। উনি তিনটি দায়ীত্ব পালন করছেন এক সাথে। এটা নির্ভর করছে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরে। তবে তার উচিৎ নেতা কর্মীদের সাথে জেলা প্রশাসনের একটা সমন্বয় করে দেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: প্রতিমন্ত্রীর সাথে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদের নেতা কর্মীদের সাথে দুরুত্ব সম্পৃক্ততাও কম। এ কারণে নেতা- কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভর কারনে সংগঠন দূর্বল হয়ে উঠেছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন: এক বছর পর জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে আমরা সবাই ঐক্যমত হয়ে নির্বাচন করতে চাই। বিগত দিনের মত আমরা স্বচ্ছ, ফেয়ার নির্বাচন হোক এটাও আশা করি। দলের নেতা কর্মীদের মাঝে দুরুত্ব আছে বলে আমার মনে হয়না। তারপরেও চেয়ারটা যার কাছে থাকবে। দায়ীত্বের সেই যায়গায় ও গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সবাইকে গুছিয়ে রাজনীতি করলে সবারই ভাল হয়। কারো কারো মধ্যে অনেক কষ্ট ও ক্ষোভ থাকতে পারে। সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে, আগামী দিনে এসব কিছু থাকবেনা। জাতীয় নির্বাচনে সবাই এক যায়গায় চলে আসবে। এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত দিনে নেতা কর্মীদের পাশে ডাকছেন না, শেষ সময়ে তাদের ডাকলে পাশে আসবে কিনা ?
জয়নাল আবেদীন: এখনি এটা বোঝা যাবেনা। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সভাপতি যাকে মনোনয়ন দেবেন। আমাদের উচিৎ হবে, সকলেই তার হয়ে কাজ করা। শেখ হাসিনাকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়া। কি পেলাম, আর কি বললাম সেটা বড় কথা নয়। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়াই হবে প্রত্যাশা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সদ্য জেলা কাউন্সিল হওয়ার সময় এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেটি না হওয়ায় নেতা কর্মীদের মধ্য ক্ষোভ বা হতাশা বেড়েছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন : দলের যারা নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। দায়ীত্ব এখন তাদের। আমি আশা করি, অতি দ্রুতই জেলা কমিটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি না হওয়ার পিছনে কারণ কি বলে মনে করেন আপনী ?
জয়নাল আবেদীন: না হওয়ার পিছনে কোনো কারণ নেই। বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে নেতা কর্মীরা জড়িয়ে আছেন। ইউপি নির্বাচন গেলো।

সামনে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ডামাডোল চলছে। এই পরিপেক্ষিত সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যাস্ত। একটা সময় আসলে হয়তো কমিটি হয়ে যাবে। জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যখন নির্ধারণ হয়ে গেছে, তখন বাকী পদগুলোও তাড়াতাড়ি পুরুণ হবে বলে আমার মনে হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর জেলা কমিটির সাংগাঠনিক অবস্থান কি? বর্তমানে যারা নেতৃত্বে রয়েছেন দল গোছাতে কতটুকু সক্ষম?
জয়নাল আবেদীন: এখন তো কোনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। সভাপতি ও সম্পাদক বাদে আর কারো কোনো পদ নেই পদবী নেই। সাংগাঠনিক কার্মকান্ড এখন থাকার কথা না। এখন সাংগাঠনিক কর্মকান্ড যেটুকুই আছে সেটুকুই সভাপতি ও সম্পাদকের দায়ীত্ব।
মেহেরপুর প্রতিদিন: সার, ডিজেলসহ জালানি ও ভোজ্য তেল এবং দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতি জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব পড়বে কি? জয়নাল আবেদীন: এতে নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বেনা। কারন, ইতোমধ্যে ডিজেলের দাম লিটারে ৫ টাকা কমিয়েছে। নির্বাচনের আগেই সবকিছু সহনশীল পর্যায়ে আসবে। প্রধানমন্ত্রী এদিক দিয়ে খুব শতর্ক। সাধারণ মানুষের যেটা ভাল হবে কল্যাণ হবে, সেই পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম একটা সময়ে কমে যাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলায় দিন দিন বেকারত্ব বাড়ছে। একজন মন্ত্রী রয়েছেন। বেকারত্ব দূরিকরণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছেনা। এব্যাপারে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা:
জয়নাল আবেদীন : আমি এমপি থাকা অবস্থায় ৮৯২ জনকে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে চাকুরী পাইয়ে দিয়েছি। পরিকল্পনা ছিলো জেলায় ইপিজেড বানাবো, সেটিও অনুমোদন হয়ে পড়ে আছে। এখানে ইপিজেডটি স্থাপন করা গেলে সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে মাত্র ৫ শতাংশ সুদে টাকা দেওয়া যেতো। দেশী বিদেশী অনেক শিল্পকলকারখানা স্থাপিত হতো। জেলায় ২০ থেকে ৫০ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হতো। এটা বাস্তবায়িত হোক এটা আমি চাই। আমি মেহেরপুরের সংসদ সদস্য নির্বাাচিত হলে, মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুরকে আগামী দিনে বেকারমুক্ত করে গড়ে তুলবো। বিশেষ করে অর্ধেক নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মেহেরপুরের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। মুজিবনগর বাসিও এখন সেই প্রত্যাশায় আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দ্বাদশ নির্বাচনে আপনী প্রার্থী হতে ইচ্ছুক? জয়নাল আবেদীন: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জেলার সাধারণ মানুষ চাইলে অবশ্যই আমি সামনের নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক। আমাকে

দল মনোনয়ন দিলে আমার চিন্তা চেতনা দিয়ে মেহেরপুরকে এগিয়ে নেবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে আপনী কতটুকু আশাবাদী?
জয়নাল আবেদীন: দলীয় মনোনয়ন পেতে কতটুকু এগিয়ে আছি সেটা আমার জানা নেই। এটা এখনো অনেক দেরী আছে। দলের ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার জরিপ আছে। সেই জরিপ কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি জানিনা। তবে আগামীতে আমি দলের মনোনয়ন পেতে চেষ্টা করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় আপনী দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন বলে অনেক অভিযোগ ছিল। এটা আপনী কিভাবে দেখেছেন?
জয়নাল আবেদীন: আমি ২০০৪ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। ২০০৬ সালে জাতীয় নির্বাচনের প্রথম মনোনয়ন পেয়েছি। ১/১১ এর মইন-ফকরুদ্দীনের সরকার থাকলো। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর আমি দলের প্রার্থী মনোনীত হলাম। আমি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলাম। নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই আমি চেষ্টা করেছি দলের সমস্ত নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করতে। দু/একজন নেতা বা কর্মীর মনো কষ্ট থাকলেও সেটি ছিল অন্য ব্যাপার। দলের শতকরা ৯৯ ভাগ নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেই আমি জেলা আওয়ামী লীগের দায়ীত্ব ও সংসদ সদস্যের দায়ীত্ব পালন করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলার উন্নয়নে কি কি ক্ষেত্রে আপনার ব্যার্থতা ছিলো বলে মনে করেন?
জয়নাল আবেদীন: আমার ব্যার্থতা খুজে পাইনি। আমি হয়তো সব নেতা কর্মীর আস্থাভাজন হতে পারিনি। আমি ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আমি চেষ্টা করেছি আমার কর্মকান্ডগুলো পরিচালনা করার। তবে একজন এমপির জন্য পাঁচ বছর একটা বড় সময় না। আমি আবারো দ্বিতীয় মেয়াদে এমপি নির্বাচিত হতে পারলে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, চিন্তা চেতনা ছিল সেগুলো আমি বাস্তবায়িত করতে পারতাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনাগুলো কি কি ছিল?
জয়নাল আবেদীন: আমি মুজিবনগর স্থলবন্দর করার জন্য এমপি হয়ে তেহট্ট, কৃষ্ণনগর ও কলকাতায় গেছি। মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়কের জিরো পয়েন্টে দুই বাংলার মিলন মেলা করেছি। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ডিসি এসপি এমপি এদের এনেছি। এদেশের ডিসি এসপি থেকে শুরু আমরা

মেহেরপুর সীমান্তবর্তি একটি ছোট্ট জেলা। তিনদিকে ভারত একদিকে বাংলাদেশ। এ্ই জেলার উন্নয়ন মুষ্টির চালে হবেনা। এখানে বস্তা ভর্তি চাল আনতে হবে। সরকার গতানুগতিকভাবে কি দেবে, তাতে এই জেলার উন্নয়ন হবেনা। আর বস্তা ভর্তি চাল আনতে হলে একস্ট্রা নকিং লাগে, চেষ্টা লাগে। সেই চেষ্টা করেই মেহেরপুরের উন্নয়নকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।
আমি আবারও এমপি নির্বাচিত হলে মনের মত করে পরিকল্পিতভাবে মুজিবনগর ও মেহেরপুরকে সাজাতে চাই।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলায় একজন পাওয়ারফুল প্রতিমন্ত্রী আছেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কতটুকু আছে বলে মনে করেন
জয়নাল আবেদীন: এই বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছিনা। সময় হলে এসব বিষয়ে আমি কথা বলবো। জেলার উন্নয়নের দায়ীত্ব তো উনার। কাজটা তো উনিই করবেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সরকারের প্রতিমন্ত্রী। উনি চেষ্টা করলে জেলার অনেক কিছুই করতে পারতেন। এখন কেনো হচ্ছেনা, কি সমস্যা সেটা আমার ঠিক ধারনা নেই। সেটা প্রতিমন্ত্রীর সাথে কথা বললেই সঠিক ধারনাটা পাওয়া যাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনী কি মনে করেন আপনার উন্নয়নের দ্বার যেটা উম্মেচিত হয়েছিল সেটা এখন থমকে আছে?
জয়নাল আবেদীন: আমার সময় হাইস্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাতে সুরম্য বিল্ডিং হয়েছে। ৩৬ টি কলেজ মাদ্রাসা ও স্কুল এমপিওভূক্ত করেছি। ১০/১৫ বছর পর তাদের বেতন করে দিয়েছি। তারা আজকে সরকারের শতভাগ বেতন ভাতা পান। মেহেরপুর পৌর কলেজ, মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজের যে সুরম্য ভবন দেখা যায় সব তার আমলে তৈরী হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনী এবং ফরহাদ হোসেন দুজনেই জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্যের দায়ীত্ব পালন করেছেন দুজনের মধ্যে বেশী সফল কে?
জয়নাল আবেদীন: আমি তার সফলতা নিয়ে কথা বলবোনা। কার সফলতা কতটুকু সেটা জেলার মানুষ বিচার করবে। সেটা আমার মুখে শোভা পাবেনা। আমি কারোর সাথে কন্ট্রাডিকশন করতে চাইনা।
মেহেরপুর প্রতদিন: আপনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য থাকার পরেও আপনাকে মনোনয়ন দেইনি কেনো ? আপনার ব্যর্থতা কি ছিল ?
জয়নাল আবেদীন: আমাকে মনোনয়ন না দেওয়ার কারন আমি জানি। উনি ছিলেন সৈয়দ আশরাফের চাচাত ভগ্নিপতি। ২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারীর

নির্বাচনের সময় সৈয়দ আশরাফ ছিলেন পার্টির সেক্রেটারী ও এলজিআরডি মন্ত্রী। এ কারনেই আমার মনোনয়নটা ওই সময় কেটে যায়। আমার কোনো ব্যার্থতা ছিলনা। আমার ব্যার্থতা আছে কিনা আপাকে (শেখ হাসিনা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপা বলেছিলেন তোমার কোনো ব্যার্থতা নেই।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাকে কি কারনে মনোনয়ন দিতে পারেন বলে মনে করেন?
জয়নাল আবেদীন: আমি ছিলাম ২০০৮ সালের সকল দলের অংশ গ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে একজন নির্বাচিত এমপি। এই সিটে ৯৬ সালে জোহুরা তাজউদ্দীন এসে হেরেছে। সেখানে আহমেদ আলী এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল মান্নান হেরেছে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনের কাছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমি ধানের শীষের সেই প্রাথীর সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে ৪৯ হাজার ৮৬২ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছি। আমি ছিলাম এই আসনের একজন জনপ্রিয় এমপি। আগামী দিনে সব দলের অংশগ্রহণ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলেও এই সিটে আমার কোনো বিকল্প থাকবেনা। ফেয়ার ইলেকশন দিলে এই আসনের যাকে তাকে মনোনয়ন দিলে বৈতরনি পার হবেনা। স্ট্যাটিস্টিকস দেখতে হবে। আমার জন্ম মুজিবনগর উপজেলাতে। আমি ওখানে ছিলাম জীবনের ৩৩ বছর। আমি ৭৩ সালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলাম। আমি ২০০৮ সালের নির্বাচনে এমপি হয়েছি। নির্বাচনে মুজিবনগর উপজেলার মানুষ আমাকে ৬২.২৩ শতাংশ ভোট দেন। তারা বলেছেন জয়নাল আমাদের ছেলে এই বলে উজাড় করে ভোট দেন। আর আমি সদর উপজেলায় ভোট পেয়েছি ৫২.৩৪ শতাংশ ভোট। আমি ৫৩ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের রাজনীতি করছি। গাংনীর কাজীপুর থেকে মুজিবনগরের জয়পুর পর্যন্ত গোটা জেলায় প্রতিটি গ্রামে আমার দুই থেকে তিনবার পা পড়েছে। মানুষ চিন্তা করেছে আমাকে ভোট দিলে জেলার উন্নয়ন হবে। সেই আস্থা রেখেই আমাকে ভোট দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস আমাকে একজন ভাল প্রার্থী হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিলে ভৌগলিক দিক বিবেচনা করে বিপুল ভোটে মানুষ আবারো নির্বাচিত করবেন। ভৌগলিক বিবেচনা করে প্রধান মন্ত্রী আমাকে আবারো মনোনয়ন দিলে, আমি নির্বাচিত হয়ে সিটটা তাকে উপহার দেবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন দিলে দলের সব নেতা কর্মীকে এক সাথে নিয়ে নির্বচানে জয়ী হতে পারবেন কি:
জয়নাল আবেদীন: আমাকে মনোনয়ন দিলে সব নেতা কর্মী এক ছায়াতলে আসবেন। একজন নেতা কর্মীও দলের বাইরে যাবেনা। সেটা একমাত্র সম্ভব

আমার মাধ্যমে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: এবার মনোনয়ন পেলে জেলাবাসির জন্য কি কি পরিকল্পনা আছে?
জয়নাল আবেদীন: মুজিবনগরকে সামনে রেখে জেলাবাসির অর্থসামাজিক উন্নয়ন করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: মুজিবনগরের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অংশ। জেলার উন্নয়নে প্রতিমন্ত্রীর ভূমিকা কতটুকু আছে বলে মনে করেন ?
জয়নাল আবেদীন: এই জেলাতে কি কি উন্নয়ন হয়েছে। সেটা প্রতিমন্ত্রীর কাছে চাওয়াই বেটার হবে। উনি (প্রতিমন্ত্রী) ৯ বছর এমপি ও মন্ত্রী হিসেবে দায়ীত্ব পালন করছেন। জেলার উন্নয়ন কি হয়েছে আর কি হয়নি। সেটা আমার চেয়ে বেশী তিনি জানেন। তিনিই বলুক কি কি উন্নয়ন হয়েছে।
মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেন কেনো? এখানে দলীয় চাপ দলীয় ছিল কি ?
জয়নাল আবেদীন : জেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে সরে দাড়ানোর ক্ষেত্রে দলীয় কোনো চাপ ছিলনা। আমি জীবন সায়াহেৃ এসে চিন্তা করেছি, আমি ১৯৬৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আমার জীবনে রাজনীতি করতে গিয়ে বিদ্রোহী স্বতন্ত্র বা কোনো কালিমা নেই। আমি ভোট করলে হয়তো জিততে পারতাম। কিন্তু আমাকে বলা হতো জয়নাল চেয়ারম্যান বা বিদ্রোহী চেয়ারম্যান। আমাকে এখন মানুষ বলে সাবেক এমপি। তখন সেটা ঘুচে যেতো। বলতো জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। আমাকে বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী বলে আখ্যায়িত করতো। আমি দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে স্বেচ্ছায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সততা, যোগ্যতা আদর্শ এবং জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে দলকে ঢেলে সাজানোর যে পরিকল্পনা সভাপতি শেখ হাসিনা নিয়েছেন, জেলা কমিটি গঠণে সেই পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মনে করেন আপনী ?
জয়নাল আবেদীন : এখনো তো জেলা কমিটিই হয়নি। শুধুমাত্র সভাপতি ও সম্পাদকের পদটি ডিক্লারড হয়েছে। এখন সভাপতি ও সম্পাদক যারা হয়েছে তাদের দায়ীত্ব এটাকে সুন্দর করে ত্যাগী নেতা কর্মীদের নিয়ে ঢেলে সাজিয়ে নতুন করে সবার গ্রহণযোগ্য কমিটি উপহার দেবেন। সেটা কতটুকু তারা কিভাবে করবেন তারা ভাববেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা আওয়ামীলীগের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠণ নিয়ে বলেছেন ইউপি নির্বাচন এবং সামনের জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে জেলা

কমিটি গঠণ লেন্দি হচ্ছে। কিন্তু সামনে তো আবার জাতীয় নির্বাচন চলে আসছে। সেক্ষেত্রে কমিটির ভবিষ্যৎটা কি?
জয়নাল আবেদীন: কমিটি হতে হবে এক বা দু মাসের মধ্যে। আমি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই উপজেলা, পৌর কমিটির সভাপতি ও জেলার প্রবীণ সব নেতাদের ঢাকার পির ইয়ামিনে নিয়ে গেছি। সেখানে বসে সবাইকে সাথে নিয়ে পুর্ণাঙ্গ কমিটি উপহার দিয়েছি। তখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেনি কমিটি নিয়ে। কেনো যে পারছেন না বা দেরি করছেন আমার মাথায় আসছেনা। এটা এখন জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সেটা করবে। যদি একা না পারে সেক্ষেত্রে প্রবীণ ও সিনিয়র নেতাদের সাহায্যও নিয়ে গঠণ করতে পারে। ২০১৫ সালে তারা কমিটি গঠণ করেছিলেন। সেখানে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমি বলবো কমিটি গঠণ করার ক্ষেত্রে সেনসেসনটা ব্রড হওয়া উচিৎ। দলতো কেউ একা করতে পারেনা। সবাইকে নিয়েই একটা দলের শক্ত অবস্থান তৈরী হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর প্রতিদিনকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
জয়নাল আবেদীন : মেহেরপুর প্রতিদিনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে জেলাবাসির মঙ্গল কামনা করছি।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজের ভিপিসহ তিন ছাত্রলীগ নেতা নিহত

কলেজের অভ্যান্তরিন কোন্দলে প্রতিপক্ষ গ্রুপের ধাওয়া খেয়ে পালাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘনায় কলেজের ভিপিসহ তিন ছাত্রলীগ নেতা নিহত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা সড়কের আঠারো মাইল নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাস, ছাত্রলীগ কর্মী ও ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষার্থী তৌহিদ ও সমরেশ হোসেন ছমির। পুলিশ ও দমকাল বাহিনীর সদস্যরা লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় ভেটেরিনারি কলেজের জিএস সজিবকে

ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দি গ্রুপ কুপিয়ে জখম করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ঘোষপাড়ায় অবস্থিত জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সমঝোতা বৈঠক চলছিল। বৈঠক শেষে ভেটেরিনারি কলেজের জিএস সজিব মটরসাইকেল নিয়ে বের হলে ওৎ পেতে থাকা ছাত্রলীগের আরেকটি গ্রুপ সজিবকে কুপিয়ে জখম করে। সজিব মটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং পুলিশের সহায়তা চাইলে ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌছে দেয়। এরপর ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাসসহ ছাত্রলীগের তিন কর্মী একই মটরসাইকেলে বের হলে চলন্ত অবস্থায় তাদেরও আক্রমন করা হয়। তারা দ্রুত মটরসাইকেল চালিয়ে ১৮ মাইল নামক স্থালে পল্লী বিদ্যুতের ডিপোর সামনে পৌছালে অন্ধকারে দাড়িয়ে থাকা খুটি বোঝায় ট্রাকের (চট্রমেট্রো- চ-৮১৩৪৫৪) সাথে ধাক্কা খায়।

ঘটনাস্থলেই নিহত হন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুশাবাড়িয়া গ্রামের বাদশা মিয়ার ছেলে ও কলেজের ভিপি মুরাদ বিশ্বাস, তৌহিদুল ইসলাম ও সমরেশ হোসেন ছমির।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের উপ পরিচালক মোঃ শামীমুল ইসলাম জানান, নিহতদের মাথায় আঘাত লেগেছে। মটরসাইকেল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মুলত হামলাকারী ও হতাহত সবাই জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের গ্রুপের সদস্য বলে অভিযোগ উঠেছে।

তবে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল-ইমরান জানিয়েছেন, যে গ্রুপই হামলা করুক এটা অন্যায় ও অমানবিক হয়েছে। তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ভিপি ও জিএস তার সঙ্গেই রাজনীতি করেন, তারা অন্য গ্রুপ করেন না। তিনি বলেন কারা হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চত করে বলা যাচ্ছে না।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, ছাত্রলীগের এক গ্রুপের ধাওয়া ও হামলায় প্রথমে সজিব আহত হন। তার হাতে কোপের দাগ আছে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরপর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনকেও একই ভাবে ধাওয়া করে। হামলা থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ তৌফিক হাসান জানান, নিহত তিনজনের মাথায় গুরুতর জখম রয়েছে। এছাড়া হামলায় আহত

সজিবের অবস্থা ভালো আছে। তার বাম হাতে ধারালো অস্ত্রের কোপ রয়েছে।

সদস্য নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো: ইব্রাহিম খলীল

“দিনবদলের অঙ্গিকার-দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে আসছে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য হিসাবে প্রার্থী হয়ে প্রচার-প্রচারনা চালাচ্ছেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষক লীগের সহসভাপতি ইব্রাহীম খলীল।

জেলা পরিষদের সদস্য (মিরপুর উপজেলা) হিসেবে টিউবওয়েল প্রতীক পেয়ে দিনরাত ভোটারদের দ্বারেদ্বারে যাচ্ছেন ভোটপ্রার্থনা করছেন। দিচ্ছেন নানা ধরনের আশ্বাস।

মানবসেবা পরম ধর্ম। যারা মানবসেবা করে তারাই প্রকৃত মানুষ। সকল লোভ-লালসা, অর্থ-মোহ, প্রাচুর্যতার ঊর্ধ্বে থেকে আত্নসচেতন ও নিবেদিত ভাবে এলাকাবাসীর সেবা করতে চান ইব্রাহিম খলীল।

মিরপুর পৌরসভাসহ ১৪টি ইউনিয়নে নিয়ে সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহন করেছেন।

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থী হিসেবে ব্যাপক গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন গণমানুষের সেবক, দক্ষ ও নির্ভিক সমাজসেবক, দু:খী মানুষের অতি আপনজন সদালাপী ইব্রাহীম খলীল। তিনি মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

একটি সুস্থ্য সুন্দর পরিবেশে জীবন যাত্রা গড়ার ভূমিকা নিয়ে আগামী দিনে সত্যিকার ভাবে আপাময় ও ভাগ্য বঞ্চিত মানুষের পাশে এবারও দাড়াতে চান তিনি। তিনি তার মেধা-মননশীলতা ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা এলাকার কল্যান সাধনে নিজেকে আত্ননিয়োগ করতে চান। সততা ও আদর্শের

প্রতি অবিচল থেকে এলাকার মানুষের সুখে-দু:খে পাশে থাকতে চান তিনি।

তিনি মনে করেন, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশ আজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সৎ, সচেতন ও উদ্যমী নেতৃত্ব অপরিহার্য। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও দেশনেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবেন বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, জনগন আমাকে নির্বাচিত করলে আমার জনসেবা করার পরিধি আরো ক্রমশ বৃদ্বি পাবে।

জেলা পরিষদের এই সদস্য ইব্রাহীম খলীল এলাকার গরীব, দু:খী, সুবিধা বঞ্চিত লোকজনের সাথে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক রয়েছে। আগামী দিনে লোকজনের পাশে থাকবেন এই আত্নবিশ্বাসে বিভোর হয়ে এলাকাবাসী তার নির্বাচনী এলাকায় প্রচার-প্রচারনায় পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। সবশেষে ইব্রাহীম খলীল তার নির্বাচনী এলাকায় সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে টিউবয়েল মার্কায় এলাকার জনগনের কাছে ভোট চেয়ে সকলের দোয়া কামনা করছেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল অনুযায়ী আগামী ১৭ অক্টোবর দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন এমপি টগর

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা ০২- আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল রাতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধ পাতলা গ্রামের সার্বজনীন পূজা মন্দির, ডুগডুগি গ্রামের, শ্রী

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মোমিন চৌধুরী মারা গেছেন

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মোমিন চৌধুরী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২.৪৫ মিনিটের সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

আজ বুধবার বাদ আছর ভবেরপাড়া ঈদগাহ ময়দানে নামাজে জানাযা শেষে কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে তার ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল মঙ্গলবার সকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে। এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।তিনি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন, মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। তার মৃত্যুতে আমরা হারালাম একজন বর্ষিয়াণ নেতা, রাজনৈতিক অভিভাবক। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছেন মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমটির সাবেক

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □